প্রেস রিলিজ – এ্যাটসেক বাংলাদেশ

দাড়াই পাচারের শিকার সব মানুষের পাশে

কেউ যেন বাদ না পরে!

এ্যাটসেক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজ ৩০শে জুলাই ২০২৩, দুপুর তিনটায় বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায়, শাহিন অক্তার ডলি, নির্বাহী পরিচালক, নারী মৈত্রী, মোসলেমাবারি, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি, আফরোজা পারভিন, নির্বাহী পরিচালক, নারী উন্নয়ন শক্তি ও শাকিল বিন আজাদ, উপ পরিচালক, টি.এম.এস.এস সহ এ্যাটসেক বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। জনাব এ.কে.এম. মাসুদ আলী, নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ ও সভাপতি এ্যাটসেক বাংলাদেশ সভায় সভাপতিতে করেন ও মতবিনিময় সভায় এ্যাডভোকেট, সালমা আলী, প্রেসিডেন্ট, বি.এন.ডাব্লিউ.এল,এ ও সভাপতি এ্যাটসেক দক্ষিণ এশিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভাটি, ঢাকার আগারগাঁওস্থ বি.এন.ডাব্লিউ.এল,এ 'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর, বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নেয় হয়েছে- "দাড়াই পাচারের শিকার সব মানুষের পাশে- কেউ যেন বাদ না পরে" – এই শ্লোগানটি। এ বিষয়ে বক্তারা শিশু পাচার প্রতিরোধে সকলকে আরও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণে আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে বক্তারা মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তারা বলেন যে, বর্তমানে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ্য- এই কর্ম পরিকল্পনাটি এসডিজির পাশাপাশি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নেতৃত্বে রেখে প্রতিটি মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত পরিবীক্ষণ। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার এ বছরের প্রতিপাদ্য - অর্থাৎ সকল পক্ষের অংশগ্রহণে সকল পাচারের শিকার ব্যক্তির জন্য সেবা নিশ্চিতকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য যথাক্রমে- উদ্দেশ্য-১ : মানব পাচার প্রতিরোধ, উদ্দেশ্য-২ : মানব পাচারে শিকার ব্যক্তির সুরক্ষা, উদ্দেশ্য ৩ :আইনের প্রয়োগ ও সুবিচার, উদ্দেশ্য ৪ : অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব এবং উদ্দেশ্য ৫ : পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ। উল্লেখ্য উদ্দেশ্যসমূহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় তা জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ । জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাটি একদিকে তার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (জাতীয় উন্নয়ন বাজেট ও বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে স্ব স্ব বরাদ্দের মাধ্যমে) নিশ্চিত করেছে ও অন্যদিকে সকল অংশীজনকে সমন্বিত করেছে। উল্লেখ্য, জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় শিশু পাচারের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রাখা হয়েছে। এ্যাটসেক বাংলাদেশ মনে করে শিশুদের জন্য নির্ধারিত এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকল পক্ষের আরও দায়িত্বশীল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরী।

সাম্প্রতিক সময়ে শিশু শ্রম জরিপে উঠে আসা তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে দশ লক্ষাধিক শিশু এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমে শোষণের শিকার। আমাদের ২০১২'র মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ি, এই শিশুদের একটি বড় অংশ শিশু পাচারের শিকার। অন্য দিকে এখনও পথে ও বিভিন্ন পতিতালয়ে, দেশে ও দেশের বাইওে, শিশুরা যৌন শোষনের শিকার - যা পাচারেরই একটি প্রকার। সামজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক/টিকটক) ও অন-লাইন যোগাযেগের মাধ্যমেও বর্তমানে শিশু (বিশেষত কিশোরীদের) পাচারকারীরা সংগ্রহ করছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের

যোগাযোগ- ০১৬৭৪৯৩২৩৩৭

শিশুদের জন্য অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরী হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন যাবত শিশু পাচার সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও এ্যাটসেক বাংলাদেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সরকারের পাশাপশি, নাগরিক ও উন্নয়ন সংস্থা ও ব্যাবসায়ী গোষ্ঠীর (বিশেষত টেলি কমিউনিকেশন সেক্টরের) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এ বছর এ্যাটসেক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী পাচার বিরোধী কার্যক্রম দৃঢ়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, আজকের দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে- বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায়, মানব পাচার প্রতিরোধে সকল মহলের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এ্যাটসেক আহ্বান জানাচ্ছে । সরকারের জাতীয় মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতার পাশাপাশি নাগরিক পর্যায়ে সচেতনতা ও দক্ষতা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সংবাদ প্রেরক,

রাফিউল আলী
সদস্য সচিব
এ্যাটসেক বাংলাদেশ
ঢাকা, ৩০ শে জুলাই, ২০২৩

যোগাযোগ- ০১৬৭৪৯৩২৩৩৭